জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধান

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বিধান রয়েছে-

"৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন **দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত** হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে-

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না। "

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের "প্রজাতন্ত্রের কর্ম" এবং "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

"প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার-সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম;

"সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র-দ্বারা অর্পিত হয়।

৩। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২(১) অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বিধান রয়েছে-

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

১২। [১][(১) কোনো নির্বাচনি এলাকার যে কোনো ভোটার উক্ত এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর অধীন সদস্য হইবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার, বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি কোনো নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত না থাকেন;

(কক) তিনি কোন আদালক কর্তৃক ফেরারী বা পলাতক আসামী হিসাবে ঘোষিত হইয়া থাকেন;

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) তিনি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত না হন বা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী না হন;

(গ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;"

(ঘ) তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন **দুই বৎসরের কারাদণ্ডে** দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং তাহার মুক্তিলাভের তারিখের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হয়;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপ-দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত যে কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির কোনো আসনে তাহার নির্বাচন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয় এবং এইরূপ ঘোষণার তারিখের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হয়;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বা অবসরে গমন করিয়াছেন এবং তাহার পদত্যাগ বা অবসরে গমনের পর **তিন বৎসর** অতিবাহিত না হয়;

(ছ) তিনি দুর্নীতির কারণে প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হয়;

(জ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে অবসর গমনের পরপরই অনুরূপ চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং উক্তরূপ চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত বা বাতিল হইবার পর **তিন বৎসর** অতিবাহিত না হয়;

(ঝ) তিনি, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করিয়া এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে কর্মরত আছেন অথবা এই ধরনের পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা পদচ্যুত হইয়াছেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ, অবসর বা পদচ্যুতির পর **তিন বৎসর** অতিবাহিত না হয়;

(ঞ) [২][***]

(ট) কোনো সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারের নিকট পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনো চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার স্বীয় নামে বা ট্রাস্টি হিসাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে, বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোনো অংশ বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

(ঠ) তিনি, কৃষি কার্যের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত, ঋণগ্রহীতা হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৩][***] পূর্বে তৎকর্তৃক কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়া থাকেন;

(ড) তিনি এইরূপ কোনো কোম্পানির পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন [৪][যাহা] কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৫][***] পূর্বে [৬][সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম] কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(ঢ) তিনি ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা সরকারের সেবা প্রদানকারী কোনো সংস্থার অন্য কোনো বিল মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৭][***] পূর্বে পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

[৮][(ণ) তিনি The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন কোনো অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।]

---

২ উপ-দফা (ঞ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর এর ধারা ৫(ক)(১) দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ "যাহা" শব্দটি "যিনি" এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

৬ "সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম" শব্দগুলি "তাহার" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭ "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(আ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৮ উপ-দফা (ণ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৩) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যা ১।- ''লাভজনক পদ'' অর্থ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক শেয়ার রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানির কোনো অফিসে সার্বক্ষণিক কোনো পদ বা পদমর্যাদায় বা এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকা।"

ব্যাখ্যা ২।– দফা (ট) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে-

(অ) চুক্তির কোনো অংশ বা স্বার্থ উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে তাহার নিকট প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদিনা উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত উহার অধিক সময়, অতিবাহিত হয়; অথবা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পাবলিক কোম্পানির দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে এবং তিনি উহার একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালক নহেন বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিও নহেন; অথবা

(ই) তিনি কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য এবং তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোনো স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ৩।- "ব্যাংক" অর্থ-

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "ব্যাংক কোম্পানী";

[৯][(খ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক;]

[১০][***]

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O.No. 17 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন";

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক";

(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord.No. XI of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ";

(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance,1986 (Ord.No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক";

(জ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বেসিক ব্যাংক লিমিটেড" (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড)।

ব্যাখ্যা ৪।- "ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ" অর্থ চা বা তামাক ব্যতীত, সকল প্রকারের ফসল ঋণ, এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং সেচযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পানচাষ, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং রেশমগুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ, লাক্ষা গাছ, খয়ের, ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার পরিমাণ প্রত্যেকটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে এক লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যা ৫।- কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি বা ফার্ম অনুচ্ছেদ ১২(১) এর উপদফা (ঠ) ও (ড) এ উল্লিখিত কোনো ঋণ বা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদি তিনি বা উহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ''ঋণ খেলাপি'' অভিব্যক্তি অর্থে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংজ্ঞায়িত অর্থে একজন খেলাপি হন বা হয়। খেলাপির তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি হইতে বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ৬।- ''আর্থিক প্রতিষ্ঠান'' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাখ্যা ৭।- অনুচ্ছেদ ১২ (১) এর উপ-দফা (ঝ) এ উল্লিখিত ''প্রধান নির্বাহী'' অর্থ কোনো বেসরকারি সংস্থার সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী যিনি মাসিক বেতন ও তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন।]

[১১][(১ক) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, কেবল [১২][সিটি]

---

[৯] দফা (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(১) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১০] দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(২) দ্বারা বিলুপ্ত।

কর্পোরেশনের প্রশাসক বা উপ-প্রশাসক অথবা একজন [১৩][ওয়ার্ড কমিশনার] হওয়ার কারণে একজন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন না।]

(২) নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক মনোনয়ন প্রস্তাব পৃথক মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে যাহা প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার বা সদস্য থাকিবার কোনো অযোগ্যতা নাই; [১৪][***]

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোনো মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই[১৫][; এবং]

[১৬][(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন নাই।]

[১৭][(৩) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিতভাবে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

১২(৩) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র প্রার্থী কর্তৃক, বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থনকারী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং তিনি মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ করিয়া তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকারের একটি রসিদ প্রদান করিবেন।"

[১৮][(৩ক) দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সংবলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, উক্ত তালিকা প্রদানের প্রয়োজন হইবে না;

(খ) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র যে, প্রার্থীকে উক্ত দলের পক্ষ হইতে মনোনয়ন প্রদান করা হইয়াছে:

[১৯][তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নিবন্ধিত দলের পক্ষ হইতে প্রাথমিকভাবে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে এবং একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হইলে তাহাদের প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (২) সাপেক্ষ হইবে।]

(৩খ) উপ-দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি হলফনামা যাহার সহিত সর্বশেষ করবছরের আয়কর রিটার্নের কপি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ও বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা:-

(ক) তৎকর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) বর্তমানে তিনি কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কি না;

(গ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কি না, থাকিলে, উহার রায়;

(ঘ) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(ঙ) দেশে ও বিদেশে তাহার সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ;

(চ) দেশে ও বিদেশে তাহার নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী;

(ছ) অতীতে তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির কতগুলি পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল; [২০][***]

---

[১১] দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (ষষ্ঠ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১২] "সিটি" শব্দটি "মিউনিসিপল" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৩] "ওয়ার্ড কমিশনার" শব্দগুলি "উহার ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান বা মেম্বার" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৪] "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[১৫] সেমিকোলন (;) চিহ্নটি এবং "এবং" শব্দটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৬] উপ-দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৭] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৮] দফা (৩ক) এবং (৩খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(গ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৯] শর্তটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২০] "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(ঞ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তৎকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হইবার কারণে উক্ত সকল প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ [২১][;]

[২২][(ঝ) আয়কর আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৬ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর বিধান অনুসারে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র।]

ব্যাখ্যা।- "নির্ভরশীল'' অর্থ প্রার্থীর স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তিকে একাধিক মনোনয়নপত্র দ্বারা একই নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে, [২৩][,এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে।]

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন, তাহা হইলে [২৪][অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত] অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

[২৫][(৬ক) সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় শেষ হইবার পর অবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সকল মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।]

(৭) রিটার্নিং অফিসার তৎকর্তৃক প্রাপ্ত [২৬][বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত] প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে উহাতে প্রদর্শিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং মনোনয়নকারী ও সমর্থনকারীর নাম সংবলিত একটি বিজ্ঞপ্তি তাহার অফিসের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সাঁটিয়া দিবেন, এবং মনোনয়নপত্রের সহিত প্রার্থী বা প্রার্থীগণের প্রদত্ত হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন।"

(৮) এই আদেশ এর অন্যত্র বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর উপরি বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না, মর্মে কোনো বিরোধ দেখা দিলে, নির্বাচন কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বা অন্য কোনোভাবে জ্ঞাত হইয়া, যেইভাবে উপযুক্ত মনে করিবে, সেইভাবে অনুরূপ বিরোধ শুনানী ও নিস্পত্তি করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

---

[২১] সেমিকোলন ";" চিহ্নটি দাঁড়ি "।" চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২২] দফা (ঝ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা সংযোজিত।

[২৩] ", এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে" কমা এবং শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২৪] "অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি "রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রথমে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে, বন্ধনী এবং সংখ্যা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২৫ দফা (৬ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২৬ "বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত" শব্দ, বন্ধনী এবং অক্ষর গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।